দখিন হাওয়া
জসিম মল্লিক

আকাশ কুসুম-তিন

মাঝে মাঝে মনে হয় এই জীবনের কোনো অর্থ নেই। বেঁচে থাকার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়না। মনে হয় এ কেমন করে বেঁচে থাকা। যেভাবে জীবনকে গড়তে চায় মানুষ সেভাবে কেনো পারেনা! সব উল্টো পাল্টা হয়ে যায়। নানা স্বার্থের সংঘাতে সম্পর্কগুলো কেমন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আত্মীয়, বন্ধু সব পর হয়ে যায়। স্বপ্নগুলো পূর্ণতা পায়না অনেক সময়ই। স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রনা নিয়ে একধরণের বেঁচে থাকা।
আবার উল্টোটাও ঘটে। পরও হয়ে যায় আপন। অচেনা হয়ে যায় পরমাত্মীয়। মুগ্ধতা ভর করে। ভালবেসে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে যায়। স্বার্থহীন এক আনন্দময় ভূবন তৈরী হয়। আত্মার সাথে যার মিলন ঘটে সেইতো বড় আত্মীয়। তখন মনে হয় বেঁচে থাকা সত্যি আনন্দের। মানুষ হয়ে জন্মানো সত্যিই সুন্দর এক ব্যাপার।
ঈদের দিন একা একা বসে এসব ভাবছিল আকাশ। জীবন কত রহস্যময়। জীবনের রহস্য উদঘাটন করা সত্যি কঠিন। মানুষের মনটাই বড় বিচিত্র। ভালবাসার অর্ন্তনিহিত রূপ সহসা ধরা পড়েনা চোখে। হঠাৎ এক আলোক রেখার মত জোর্তিময় হয়ে উঠে। তখন মনে হয় আহা জীবন কত সুন্দর! কেমন আলোকমালায় সজ্জিত! কত তার রুপমাধুরী। সুরের ঝর্ণাধারায় আবগাহন করতে মন চায়। ভালবাসার মধ্যে যে সুর, তার ঝংকার বোঝার জন্য রূপকুমারীর ছোঁয়াতো পেতেই হয়।
এবারের ঈদটা নানা কারণে জমেনি। বর্ণহীন হয়ে গেছে। একেতো উইকডেজ তার উপর ওয়েদার খারাপ। অনেকেই ছিল কাজে। সন্তানরা ছিল কেউ কেউ স্কুলে। ক'দিন আগে টরন্টোতে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার বরফ পড়েছে। তার ধকল এখনও চলছে। চারিদিকে স্তুপ হয়ে আছে বরফ। এ সময়টায় মন পালাই পালাই হয়ে উঠে। ইচ্ছে করে এই স্বেত পরিবেশ ছেড়ে দুরে কোথাও চলে যেতে। প্রবাসের একঘেয়ে, স্বার্থপর আর নিরানন্দ জীবন ছেড়ে হাজার মাইল দুরের নিভৃত গৃহকোণে। যেখানে রয়েছে সবুজের সমারোহ। সর্ষে আর কলাইয়ের ক্ষেতে গড়া গড়ি যাওয়া। উঠোনে ধান মারানো আর গরুর পিছন ছোটা। কলসে কাঁখে পল্লীবধুর পুষ্করনি থেকে জল তোলার দৃশ্য কতো মনোরম। অথবা কৃষকের ধানের চাড়া রোপন। এইসব অপার্থিব দৃশ্যের কাছে ছুটে যাওয়া।
বিদেশে নরন্তর জীবন ফেনানো বড়ই ক্লান্তিকর। বড়ই কৃত্তিম সবকিছু। বিদেশ মানেই নিজের কাছ থেকে পালায়ন। নিজের সাথে নিজের হঠকারিতা। বিদেশ দিয়েছে অনেক কিছু ডলার, গাড়ি, বাড়ি, স্বাচ্ছন্দ। কিন্ত কেড়ে নিয়েছে যে হাজারগুন প্রায়শই সে কথা মনে থাকেনা। নিজের শিকর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে জীবন, এই জীবন বড়ই মূল্যহীন। একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। কেউ কেউ এই জীবনে এতটাই আনন্দিত এবং উচ্ছসিত যে

নিজের অবস্থানই প্রায় ভুলে গেছে। নিজের অবস্থান নির্ধারণ করার মত শক্তি হারিয়ে যায়। বিদেশ আসলে মানুষকে যে কিছুই দেয় না, একথা কেউই প্রায় আমরা স্বীকার করতে চাইনা।
আজকে তোমাকে অফমুড মনে হচ্ছে যে! কী হয়েছে!
মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সব ছেড়ে দুরে কোথাও হারিয়ে যাই। আসলে জীবন থেকে পালানো বড়ই কঠিন এক কাজ।
কোনো, এই যে বিদেশ জীবন এটাওতো এক ধরণের পালানো নয়! আর কতদুর পালাতো চাও! শোনো, জীবন নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই। যা হবার তা হবে। এত কিছু ভেবে কিছু হবেনা। জীবনটাকে যত হালকাভাবে নিতে পারবে ততই ভাল। এত জটিল করে তুললে জীবনের অর্থটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।
তোমার কথাই হয়ত ঠিক কুসুম। আমি আসলে একটা ব্যাথিত মানুষ। নানা কার্যকারণে আমার জীবনটা হতাশগ্রস্থ হয়ে গেছে। এক এক সময় মনে হয় জীবনটা সুন্দর। বেঁচে থাকা খুব আনন্দের। কিন্তু নিজের উদ্যোগহীনতার জন্য সে আনন্দ মুহূর্ত উধাও হয়ে যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে এক একটা বিপর্যয় এসে হানা মারে। তখন আর কিছুই ভাল লাগেনা। দীর্ঘস্থায়ী হতাশা এসে গেঁথে বসে। ভাবি আর কেনো ভুলের ফাঁদে পা দেবোনা। কিন্তু কোথা থেকে ভুলগুলো আবার এসে কড়া নাড়ে।
তোমাকে আসলে আরো বেশী মানুসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। যা ভাববে তা করার চেষ্টা করবে।
এজন্যই এ জীবন ভাল লাগে না। আমার নিজের আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেছে।
আসলে ব্যাপারটা তা না। তোমার সমস্যা হয়েছে তুমি ইচ্ছা থেকে সড়ে যাও। সত্য বোধ হারিয়ে ফেলো। মনের জোর থাকতে হবে। যা সঠিক নয় ভাববে তা করবে না।
তোমার কী মনে হয় আমার কোনো মানুসিক বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত!
কুসুম হেসে বলল, ধুর্ কী যে বল। তোমার কিছুই হয়নি। মনকে শক্ত করো। দৃঢ়চেতা হও। ভঙ্গুর মন নিয়ে জীবনে কিছুই করা যায়না।
থ্যাঙ্কস কুসুম। তোমার মাথা সবসময় এত পরিষ্কার থাকে কিভাবে!
তোমার মুন্ডু। বেশী বক বক করলে মাথাটা আরো যাবে। জীবন নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে নেই বুঝেছো!
ওকে!
শুনলাম খালেদা হাসিনাকে নাকি চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানো হচ্ছে!
এটা নিয়েই এখন মেতে আছে সবাই। এ রকম কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু আমার কোনো যেনো মনে হয় দু'নেত্রীর কেউই এটা মেনে নেবেন না। শেখ হাসিনা সব সময়ই বিদেশে চিকিৎসা করান। তার সত্যিই চিকিৎসা দরকার। তার কানের সমস্যা প্রকট। তিনি দেশী চিকিৎসকদের উপর খুব একটা আস্থা রাখতে পারছেন না। তার ডাক্তাররাও তাকে বিদেশ পাঠানোর আবেদন করছেন সরকারকে।

কিন্তু এটা আবার মাইনাস টু ফর্মুলার বাস্তবায়ন নয় তো!
তা জানি না। খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে তো কিছু শোনা যায়নি এখনও। তিনি হয়ত বিদেশ যেতে নাও রাজী হতে পারেন। তাছাড়া হাসিনা বিদেশ চলে গেলে আবার কবে ফিরতে পারবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেক্ষেত্রে খালেদা জিয়া মাঠ দখল করতে পারেন।
আমার তা মনে হয়না। খালেদা জিয়া বা হাসিনা আবার পূর্বের অবস্থায় কখনোই ফিরতে পারবেন বলে মনে হয়না।
তাদের এখনও অনেক জনপ্রিয়তা আছে। বরং আগের চেয়ে বেড়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এত কিছু খতিয়ে দেখেনা। জেলে গেলেই জনপ্রিয়তা বাড়ে। একধরনের সিমপ্যাথি তৈরী হয়। ভুলে যায় সব অপরাধ।
দেখা যাক কী হয়। কিন্তু দেশের আসল সমস্যা হচ্ছে চালের দাম, তেলের দাম কিছুতেই নিয়ন্ত্রনে রাখা যাচ্ছেনা। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। গ্রামের গরীব মানুষদেও এখন খুবই দুর্দিন।
আসলে এটা হচ্ছে কিছু মুনাফালোভী লোকদের কারনে। এদের খুঁজে বের করতে হবে। সরকার এদের যদি কঠোর হাতে দমন না করে তাহলে এরকম হতেই থাকবে।
আসলে মানুষ এত লোভী। জীবনের কোনো দাম নেই। মুনাফাটাই হচ্ছে আসল। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরুক করে না তুলতে পারলে লাভ নেই।
ঠিকই বলেছো। দেশপ্রেমের বড়ই অভাব। তোমার মাথা খুউব পরিষ্কার। গুছিয়ে বলতে পারো। আমার মাথায় শুধুই গোবর।
আবার!
ওকে আর বলবো না এসব।
শোনো, জীবন অনেক সুন্দর। সবার জীবনেই কিছু ভুল ত্রুটি থাকে। মানুষ বলেই থাকে। সেটা নিয়ে আকড়ে বসে থাকলে চলবে না। ভুলগুলো শুধরে নতুন করে চলার নামই হচ্ছে জীবন। জীবনতো একটাই। সেই জীবনটাকে যতটুকু অর্থময় করে তোলা যায় ততই ভাল।
তোমার কথাগুলো মনে রাখব।
কিন্তু তুমি ভুলে যাও।
আর ভুলব না। চেষ্টা করবো মনে রাখতে।
এখন নতুন বছর। এই নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা হোক আমরা সুন্দর করে বাঁচবো।
জীবন থেকে সময় কেমন করে চলে যায় তাইনা! দেখতে দেখতে আর একটি নমুন বছর চলে এলো।
তাই। নতুন বছরে সবার জীবন সুখময় হোক।

Toronto
jasim.mallik@gmail.com